দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAY 9 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

'পাঠক সমাবেশ'কে কেন্দ্র করে আজিজ সুপার মার্কেটে গড়ে ওঠা বইয়ের বাজার পাঠক মহলে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে

আশীষ-উর-রহমান শুভ

জ্ঞান হচ্ছে আলোর মতো। সে আলোকিত ভুবনে প্রবেশের পথ হলো বই– এসব কথা কারও আর জানতে বাকি নেই। তো সেই বই সংগ্রহ করতে হলে মহানগরবাসীর একটা সময় প্রথমেই মনে পড়ত বাংলা বাজারের কথা। পুরনো ঢাকার বাংলা বাজার বইয়ের বাজার হিসাবেই খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিল। শুধু বিক্রির ক্ষেত্রেই নয়, পুস্তক প্রকাশনা ও বিকশিত হয়েছিল এই বাংলা বাজারকে কেন্দ্র করেই। প্রকাশনার ব্যাপারটিতে বাংলা বাজারের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকলেই বইয়ের বাজার বাংলা বাজারের সীমা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছে মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় ঢের দিন আগেই। হাল আমলে বইয়ের বাজার হিসাবে পাঠক মহলে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে শাহবাগ এলাকার আজিজ সুপার মার্কেট।

বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে নিউ মার্কেট এলাকায় পঞ্চম দশক থেকেই সৃজনশীল বই, পত্রপত্রিকার কেনাবেচা জমজমাট হয়ে ওঠে। বাংলা বাজার ক্রমশ পাঠ্যপুস্তক ও নোট বইয়ের বাজারে পরিণত হতে থাকে। স্বাধীনতার পর নিউ মার্কেটের পাশাপাশি নীলক্ষেত, জাতীয় স্টেডিয়াম, পুরানা পল্টন, শান্তিনগর ও বেইলী রোড এলাকায় ক্রমশ সৃজনশীল পুস্তকের একাধিক বিক্রয় কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এর মধ্যে আবার কিছু কিছু এলাকার বইয়ের দোকান বেচাকেনা কমে যাবার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। যেমন স্টেডিয়াম এলাকা ক্রমশ ইলেক্ট্রনিক্সের বাজারে পরিণত হওয়ায় দোতলার এক সময়ের চালু বইয়ের দোকান ম্যারিয়েটাসহ অন্য দোকানগুলোও ক্রমশ উঠে যায়। পাশাপাশি নীলক্ষেত-বাবুপুরা এলাকায় ফুটপাথে এবং ভিতরের ছোট ছোট স্টলে গড়ে ওঠে পুরনো বইয়ের জমজমাট বাজার। একইভাবে নাটকপাড়া বলে পরিচিত বেইলী রোড সাগর পাবলিশার্সকে কেন্দ্র করে এখানে এখন গড়ে উঠেছে বেশ চালু এক বইয়ের বাজার। বিদেশী পত্রপত্রিকা এবং সৃজনশীল পুস্তকের বিপুল সমাবেশ ঘটেছে এখানকার বইয়ের দোকানগুলোতে।

বইয়ের বাজার হিসাবে দ্রুত ব্যাপক পসার লাভ করেছে আজিজ সুপার মার্কেটের বইয়ের বাজার। তরুণ ব্যবসায়ী ও প্রকাশক এসআই বিজু ১৯৮৭ সালে প্রথম যখন 'পাঠক সমাবেশ' নামে একটি ছোট বইয়ের দোকান খুলেছিলেন নির্মাণাধীন এ মার্কেটের নিচ তলায় তখন কারও ধারণাতেই ছিল না বইয়ের বাজার হিসাবে এ বাজার এমন পসার লাভ করবে। বিজু বাংলা বাজারের একটি প্রকাশনীতে কাজ করতেন। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই একটি নতুন ধরনের বইয়ের দোকান করার স্বপ্ন নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পাঠক সমাবেশ। এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি জানালেন, শুধু গল্প-উপন্যাস বিক্রি করার লক্ষ্য তাঁর ছিল না। যে ধরনের বই ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক অর্থাৎ চালু নয়, অন্যান্য দোকানে যে সকল বই সাধারণত পাওয়া যায় না, যেমন বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণা গ্রন্থ, জার্নাল স্মারকগ্রন্থ এবং বিশেষ করে লিটল ম্যাগাজিনগুলোর ব্যাপক সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন তিনি। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে পাঠকরা যাতে তাঁদের দরকারী বইটি সহজে পেতে পারেন সে জন্য বিভিন্ন রকমের উদ্যোগ ছিল তাঁর। ছাত্রছাত্রীদের অনেক সময় দোকানে বসে বই পড়তে দিয়েছেন, যাদের বই কেনার সামর্থ্য নেই তাদের বইগুলো ফটোকপি করতে দিয়েছেন বিনা খরচায়। পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিদেশী বই লাভের কথা বিবেচনা না করে মাত্র একটি বা দু'টি কপি হলেও সেসব বই আমদানি করেছেন। এভাবেই দিনে দিনে পাঠক সমাবেশ আক্ষরিক অর্থেই পাঠক ও লেখকদেরও সমাবেশ স্থলে পরিণত হয়ে ওঠে। পাঠক সমাবেশের সাফল্যের সূত্র ধরে ১৯৯৪ সালে এখানে সন্দেশ নামে আরেকটি বইয়ের দোকান গড়ে ওঠে। তার পর থেকে বাড়তে বাড়তে স্টল সংখ্যা এখন পৌঁছে গেছে দু'তলা মিলিয়ে ৪৩টিতে। এখানে এখন দেশী-বিদেশী বই, জার্নাল, গবেষণা গ্রন্থ, সাময়িকীর ঘটেছে বিপুল সমারোহ। তা সত্ত্বেও বছর কয়েক হলো বইয়ের বিক্রি অনেক কমে গেছে বলে জানালেন এ মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। পাঠক সমাবেশে প্রথমদিককার বছরগুলোতে দিনে ৫০ টাকাও বিক্রি হতো না। এখন গড়ে হাজার পাঁচেক বিক্রি হয় রোজ।

বিক্রির পাশাপাশি প্রকাশনার ক্ষেত্রেও পাঠক সমাবেশ তার ভূমিকা রাখছে। আরজ আলী মাতুব্বরের রচনাবলীসহ প্রায় কুড়িটির মতো উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা রয়েছে তাদের। বিজু জানালেন– অনেক ভিড়-ভাট্টা এড়িয়ে বাংলা বাজারে গিয়ে বই কেনার ঝামেলা থেকে রেহাই পেতেই পাঠকরা অন্যত্র একটি বইয়ের বাজারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন, যেখানে এলে তাঁরা প্রয়োজনীয় বইটি পেয়ে যাবেন। আমরা পাঠকের সেই চাহিদা পূরণ করতে চেষ্টা করেছি। এ মার্কেটের সাফল্যের কারণ এটাই।
এতদসত্ত্বেও বইয়ের পাঠক তথা ক্রেতার সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে বলে জানালেন রাজধানীর অন্যতম চালু এ বইয়ের বাজারের বিক্রেতারা। কিন্তু মানুষ তো বরাবরই আলোক প্রত্যাশী। আলোকিত ভুবনের সন্ধানে বইয়ের পাতা তাকে তো মেলতেই হবে।

শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেট এখন পরিচিত হয়ে উঠছে "বই" মার্কেট হিসাবে। সেই সঙ্গে নাটকপাড়া বেইলী রোডের বইয়ের দোকানগুলোতেও ক্রেতাদের সমাগম ঘটছে —জনকণ্ঠ